উৎসর্গ

আমি তখন তেরো দিনের, দাদার তখন নয়—
তখনই তার কোন্ নিয়মে যাবার সময় হয়?
আমি এখন অর্ধশতক, আমার চুলে শাদা
নয় বছরের সেই বালকটি আজও আমার দাদা।

বারুইপুর

আমার ছিল তেঁতুলগাছ আর তেঁতুলগাছে ছিল পোষা বাঁদর।
বর্ষাকালে বাঁদরটাকে ছাতা দিতাম, শীতের দিনে দিতাম তাকে চাদর।
গাছটা যে ঠিক আমার ছিল— তা হয়তো না, ছায়াটা ছিল আমার।
আমার সখা ছিল গ্রামের বারুই, কুমোর, কামার।
ধোপাও একটা ছিল আমার, ধোপার ছিল লম্বা-দুকান গাধা—
আমি ছিলাম বারোটা মাস এই সমস্তে বাঁধা।

যত দিকের যত রাস্তা, ভেবে নিতাম— সবই আমার নিজের।
বিকেলবেলা কাটতো আমার ইস্টিশানের ব্রিজে।
কত দূরের ট্রেন আসতো, যাবে কতই দূরে—
জানলা-দুয়ার কাঁপতো ট্রেনের শব্দে— বারুইপুরে।

বারুইপুরে ছিল আমার প্রাচীন তেঁতুলগাছ—
পুকুরঘাটের সিঁড়ির জলে নাচতো পুঁটিমাছ।
তারাও আমার বড্ড চেনা, তাদের ছিল নাম—
বুকের মধ্যে ছটফটাচ্ছে ছেলেবেলার গ্রাম।

আমার ছিল

আমার একটা ডোঙা ছিল—
তালগাছের ডোঙা।
'ডোঙা' তোমরা বুঝলে না তো? নৌকো, নৌকো, নৌকো।
হুবহু ঠিক নৌকোও নয়, নৌকোর আত্মীয়।
ডোঙা আমার বড্ড ছিল প্রিয়।

ডোঙা থাকলে খালও থাকে,
আমার ছিল খাল।
আমার বন্ধু ছিল গ্রামের হাত-কাটা রাখাল।
সেই রাখালের সঙ্গী ছিল মাঠের পরে মাঠ।
আদিগন্ত ছিল আমার সমস্ত তল্লাট।

আমার ছিল অফুরন্ত যাওয়া—
সঙ্গী বলতে পোষা পাখির মতন ঝড়ের হাওয়া।

অনেক দূরের রাজ্য থেকে ক্রমশ ধেয়ে আসা
বৃষ্টিধারাও ছিল আমার ছিল।

আমার শুধু মনে পড়ে না
বাঁশিও ছিল কিনা।
চুরি করার ইচ্ছা ছিল
সরস্বতীর বীণা।

ছিল আমার আরো কী-কী, রাখার সাধ্য কী?
সামনে আমার এবার মাধ্যমিক!

দুঃখের কথা

দুঃখ পেলে কী করতে হয় জানিস?
নিজের চুলের গোছা ধরে টানি।
বোকা, বোকা, ওতে তো ব্যথাই বাড়ে!
তবে কি গলা জড়াব খ্যাপা ষাঁড়ের?
মাছ ধরব পুকুরপাড়ে বসে?
দুঃখ ভুলব শক্ত অঙ্ক কষে?
তুমি কী করো? বুক ফাটিয়ে কাঁদো?
আমার দুঃখ টের পাবে না চাঁদও।
দুঃখ পেলে দুঃখ সইতে হয়—
সইতে পারলে সব দুঃখের ক্ষয়।
যতই তুমি দুঃখ করো জড়ো—
সে-যোগফলের চেয়েও জীবন বড়।
হেঁ-হেঁ, এটা ভেবে দেখেছিস কভু?
তুমিই তোমার সুখ-দুঃখের প্রভু।

গাছ

পেঁপের বিচি পেলেই আমি ছড়িয়ে দিতাম ভুঁয়ে,
বীজে-ভরা শিমুলতুলো উড়োতাম এক ফুঁয়ে।
এদিক-সেদিক পুঁতেছিলাম কতই আমের আঁটি,
ইচ্ছা দিয়ে বৃক্ষ দিয়ে ভরেছিলাম মাটি।

সেসব অনেক কথা।
অনেক গুল্মলতা
লাগিয়েছিলাম বনে বনে আনন্দে আর সুখে—
তাদের ছোঁয়া তাদের রোঁয়া মেখেছিলাম মুখে।
আমার হাতে বড়-হওয়া, আমার চেয়ে বড়
গাছের ডালে পুষেছিলাম পাখি এবং ঝড়ও।

আমি ভাবতাম, আমি রইলাম আর এই আমার গাছ—
নদীর জলে নদীর সঙ্গে যেমন থাকে মাছ।
গাছের পরে গাছ মেলেছি উত্তরে-দক্ষিণে—
আজ দেখছি— কাটবে বলে কারা নিচ্ছে কিনে!